৮.০ সার্বিক মন্তব্য ও সুপারিশ

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের অস্বাভাবিক সিষ্টেমলস হ্রাস এবং বিদ্যুৎ গ্রাহকদের অধিকতর সুষ্ঠু বিদ্যুৎ বিতরণ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বৃহত্তর ঢাকা জেলার সমন্বয়ে ১৯৯১ সালের অক্টোবর মাসে ডেসার যাত্রা হইলেও বিগত আট বৎসরে সিষ্টেমলস কিংবা গ্রাহক সেবার তেমন কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নাই।গ্রাহক সেবার উন্নয়নে ও সিষ্টেম লস হ্রাসে কর্তৃপক্ষের গৃহীত ব্যবস্থা নিম্নরুপ ঃ

(১) অধিকতর উন্নত গ্রাহক সেবা প্রদানের প্রধান বিষয়গুলি যথা গ্রাহকগণকে বিভ্রাট মুক্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, পরিবর্ধন,নবায়ন ও পূনর্বাসনের জন্য ডেসা কর্তৃক কয়েকটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়ঃ-

(ক) বৃহত্তর ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ প্রকল্প ফেজ-৩
(খ) ঢাকা শহর বহির্ভূত এলাকার বিদ্যুৎ প্রকল্প

(গ) ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কর্তৃপক্ষের এলাকার উপ-সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার জরুরী সংরক্ষন ও পূর্নবাসন প্রকল্প

উল্লেখিত প্রকল্প সমূহের মাধ্যমে ডেসার আওতাধীন ১৩২ কেভি লাইন, ১৩২/৩৩ কেভি লাইন, উপ-কেন্দ্র ৩৩কেভি লাইন, ১১/০.৪ কেভি বিতরণ ট্রান্সফরমার ও ০.৪ কেভি লাইনের প্রয়োজনীয় পরিবর্ধন, নবায়ন ও পূর্নবাসন কাজ চলিতেছে।

(২) ডেসা ইহার জন্ম হইতেই ক্রটিপূর্ন/অকেজো মিটারের স্থলে নূতন মিটার প্রতিস্থাপন গ্রাহক মিটার টেষ্টিং ও সিলিং করা এবং ম্যাজিষ্ট্রেটের নেতৃত্বে ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে অবৈধ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করণ ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহনের ব্যবস্থা নেয়। ফলে ডেসার সিষ্টেমলস পরিস্থিতির আংশিক উন্নতি ঘটে। কিন্তু বিদ্যুৎ বিভ্রাট পরিস্থিতি, সিষ্টেমলস, নূতন মিটার সংযোগ স্থাপন ইত্যাদি ক্ষেত্রের বিবেচনায় গ্রাহক সেবার মানের উন্নতি হয় নাই। এতদ্ব্যতীত রাজস্ব আদায় পরিস্থিতি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ডেসা প্রাথমিক পর্যায়ে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে খেলাপী গ্রাহকগনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করণ, অবৈধ সংযোগ বাতিল করন অভিযান শুরু করে এবং সরকারী ও আধা সরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের বকেয়া রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের মধ্যস্থতায় উদ্যোগ গ্রহন করে। ম্যাজিষ্ট্রেট কোটের সংখ্যা (ডেসার আওতাধীন) ২টি হইতে ৪টিতে বাড়ানো হয়। অন্যদিকে বৃহত্তর ঢাকার সাথে সম্পৃক্ত বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত কয়েকটি প্রকল্পের বিপরীতে আহরিত বৈদেশিক ঋণ ও উহার উপর প্রদেয় সুদ পরিশোধের ভার ডেসার উপর অর্পিত হওয়ায় এবং বিপুল পরিমান বিদ্যুৎ বিল অনাদায়ী থাকায় ডেসা ক্রমশঃ অধিকতর লোকসানী সংস্থায় পরিনত হইতেছে। ৩০-৬-৯৭ তারিখে ডেসার পুঞ্জীভূত ক্ষতি ৮৯২.৪৮ কোটি টাকা। ফলে একদিকে যেমন ডেসা সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হইতেছে, তেমনি সরকারের মূল্যবান রাজস্বের অপচয় হইতেছে। এমতাবস্থায় ডেসাকে একটি কার্য্যকর সংস্থা হিসাবে গড়িয়া তোলার লক্ষ্যে এই প্রতিবেদনের উল্লিখিত সুপারিশ সমূহ বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।